তালিকাভুক্ত রাজাকারপুত্রকে শিক্ষক নিয়োগ দিতে সুপারিশ করেছেন কক্সবাজার সদর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা জেলা সংসদের কমান্ডার ডা. শামশুল হুদা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগে নিয়োগের সেই সাক্ষাৎকার শেষ মুহূর্তে স্থগিত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বিভিন্ন মহলের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় চবি প্রশাসন। আগামীকাল সোমবার সাক্ষাৎকারের সময় নির্ধারণ করেছিল; গত বৃহস্পতিবার সেটি স্থগিত করে।

জানা গেছে, চলতি বছরের ২৫ জানুয়ারি চবি রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের ছয়টি শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সেখানে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র মোহাম্মদ ফয়সাল আবেদন করেন। তাকে নিয়োগ দিতে আওয়ামী লীগের নেতা ও চবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. শিরীণ আখতারের চাচাতো ভাইও সুপারিশ করেছেন। নিজ এলাকায় বাড়ি হওয়ায় চবি উপাচার্য নিয়োগ প্রক্রিয়াও প্রায় চূড়ান্ত করেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন মহল থেকে রাজাকারপুত্র হিসেবে অভিযোগ আসায় স্থগিত করেন।

advertisement

অভিযোগ রয়েছে, মোহাম্মদ ফয়সাল চবির ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী। তার বাবা মোহাম্মদ মুসলেম কক্সবাজার জেলার দেওয়ানখালী গ্রামের তালিকাভুক্ত রাজাকার। চবিতে পড়ার সময় ফয়সাল ছাত্রশিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ফলে বিভাগের জামায়াত-বিএনপিপন্থি শিক্ষকরা ফয়সালকে পরিকল্পিতভাবে নম্বর বাড়িয়ে দিয়েছে; যাতে নিয়োগে যোগ্য হিসেবে টিকতে পারেন।

advertisement 4

তার ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা গেছে, প্রথম বর্ষে পেয়েছিলাম ৩ পয়েন্ট ২৫, দ্বিতীয় বর্ষে ৩.৪৭, তৃতীয় বর্ষে ৩.৫৬, চতুর্থ বর্ষে পায় ৩.৬৭। ফলে চূড়ান্ত ফলে ৩.৫১ ওপরে চলে আসে। স্নাতকোত্তরে পেয়েছে ৩.৮৩।

রাজাকারপুত্রকে শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ নিয়ে জানতে চাইলে ডা. শামশুল হুদা আমাদের সময়কে বলেন, যথাযথ তদন্ত করেই সুপারিশ করেছি। রাজাকারনামা বইয়ে প্রার্থীর বাবার নাম আমরা খুঁজে পাইনি। এ ছাড়া আরও ৯ জন দায়িত্বশীল ব্যক্তি তার জন্য সুপারিশ করেছে।

তবে, কক্সবাজার জেলা প্রশাসন থেকে ২০১৪ সালে প্রকাশিত ‘বিজয় স্মারকে’ প্রার্থীর বাবা মোহাম্মদ মোসলেম রাজাকার হিসেবে চিহ্নিত। সেই তথ্য মিথ্যা কিনা জানতে চাইলে কথা বলতে রাজি হননি ডা. শামশুল হুদা।

একাধিক শিক্ষক কর্মকর্তার অভিযোগ, উপাচার্যের বাড়ি কক্সবাজার জেলায়। প্রার্থীর বাড়িও একই জেলায় হওয়াতে নিয়োগ দিতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। এ জন্য সব প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত করেছিলেন; নিয়োগ ছিল সময়ের ব্যাপারমাত্র। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত করেন। অভিযোগ রয়েছে, বর্তমান উপাচার্য নিজ জেলা ও দক্ষিণ জেলার বাসিন্দা হলেই নিয়োগ দিচ্ছেন। বিএনপি-জামায়াত হলেও এলাকাপ্রীতির কারণে বিবেচনায় আনছেন।